মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৮৯৮

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১৪. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - সিজদা্ ও তার মর্যাদা

আরবী

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والدارمي

বাংলা

৮৯৮-[১২] ওয়ায়িল ইবনু হূজর (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সিজদা্ (সিজদা/সেজদা) করার সময় মাটিতে তাঁর হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতে ও সিজদা্ (সিজদা/সেজদা) হতে উঠতে হাঁটুর আগে হাত উঠাতে দেখেছি। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্ ও দারিমী)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ৮০৮, তিরমিযী ২৬৮, নাসায়ী ১০৮৯, ইবনু মাজাহ্ ৮৮২, ইরওয়া ৩৫৭, দারিমী ১৩৫৯। এর দু’টি ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত এর সানাদে শরীক নামে একজন রাবী রয়েছে যিনি স্মৃতিবিভ্রাটজনিত দোষে দুষ্ট। দারাকুত্বনী তাঁর সুনানে বলেনঃ এ হাদীসটি শরীক এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর সে তার তাফাররুদ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আর দ্বিতীয়ত হাদীসের সর্বশেষ রাবী হাম্মাম হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন সাহাবী ওয়ায়িল (রাঃ)-এর উল্লেখ ছাড়াই। তবে এ হাদীস য‘ঈফ হলেও এ ব্যাপারে ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে মারফূ‘ সূত্রে সহীহ হাদীস প্রমাণিত রয়েছে যাতে উল্লেখ রয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় যাওয়ার সময় হস্তদ্বয় পদদ্বয়ে পূর্বেই মাটিতে রেখেছেন। এ হাদীসটি পরবর্তী সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ায় তার দুর্বলতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মুল্লা ‘আলী ক্বারী এ হাদীসের দু’টি সানাদ রয়েছে মর্মে যে দাবী করেছেন তা ভিত্তিহীন।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (إِذَا سَجَدَ) যখন সিজদা্ (সিজদা/সেজদা) করবে হাঁটু আগে রাখবে তার পরে হাত।

যারা সাজদার সময় হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার পক্ষে গেছেন- এ হাদীসটি দলীল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

(وَإِذَا نَهَضَ) সিজদ্ (সিজদা/সেজদা) থেকে দাঁড়ানোর সময় হাত উঠাতেন হাঁটুর পূর্বে যারা হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন তারা বলেন, সালাতে সিজদ্ থেকে উঠার সময় হাতকে আগে উঠাতে হবে।

তাদের দলীলঃ ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন সালাতে সিজদ্ হতে দাঁড়ানোর সময় দু’ হাতের উপর ভর করে দাঁড়াতে।

তবে আবূ দাঊদ-এর এ রিওয়ায়াতটি শায তথা প্রসিদ্ধ সিক্বাহ্ বাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত তথা দুর্বল হাদীস।

সহীহ যা আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন আহমাদ হতে বর্ণিত, সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়কারী ব্যক্তি যেন সালাতে হাতের উপর ভর না দিয়ে বসে।

আর ইমাম মালিক ও শাফি‘ঈ বলেন, সুন্নাত হলো উঠার সময় যেন হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে। কেননা মালিক ইবনু হুওয়াইরিস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতের বৈশিষ্ট্যে বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বিতীয় সিজদ্ (সিজদা/সেজদা) হতে তার মাথা উঠাতেন ধীরস্থিরভাবে বসতেন। অতঃপর জমিনের উপর ভর দিয়ে উঠতেন- (নাসায়ী)। আর বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, বসতেন এর জমিনের উপর ভর দিতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন।

আর ‘আবদুর রাযযাক্ব বর্ণনা করেন ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে, ‘‘তিনি সিজদ্ (সিজদা/সেজদা) হতে যখন মাথা উঠাতেন তখন দু’ হাতের উপর ভর করে উঠতেন দু’ হাত উঠানোর পূর্বে।’’

আর এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটি সালাত আদায়কারী ব্যক্তিকে সাহায্য করে।

সুতরাং আমাদের নিকট প্রাধান্য, যে ব্যক্তি হাঁটুদ্বয় আগে উঠাবে হাতের পূর্বে আর হাত জমিনের উপর ভর দিবে হাঁটু জমিনের উপর ভর দিবে না।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55457

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন